OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 87 - 101
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 87 - 101
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ক্লিন্ন নগরের অন্ধকার ছবি : সমর সেনের কবিতা

ড. অনুপম প্রামাণিক
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বঙ্কিম সরদার কলেজ, ক্যানিং
Email ID : anupam.anupramanik@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Samar Sen
Kavita,
Grahan,
Nanakatha,
Kholachithi,
Tin Purush,

Abstract
Samar Sen (1916-1987) is an exceptional artist in the history of Bengali poetry. He is a poet of Marxist literature and civic middleclass life. His opinion on this matter is very simple and frank - 'My barrier was limited to the middleclass, I could not overcome that barrier.

His support for Marxian philosophy is not expressed in slogans in poetry. In keeping with the personal art truth, he captured the restlessness of morning in poetry. Images of opportunism and middleclass luxury are prominent in his poems.

In this article we will try to explore and analyze how 'darkness' is repeatedly used in Samar Sen's poetry. At the same time, an attempt will be made to draw an outline of how the darkness depicted by the poet has carried various meanings and symbolic significance.

Poetry is an art based on words. This word captures the feeling of the poet's deep consciousness and builds a path to unite with the reader's feelings and emotions. The words used in poetry often express the meaning according to the poet's wishes. The poet shakes off the conventional meaning of the word and gives it a different meaning. Just as a poet is more interested in a particular theme or genre, some words are used again and again and become representative of the poet's mood. In Samar Sen's five poems 'Kayekti Kavita' (1937), 'Grahan' (1940), 'Nanakatha' (1942), 'Kholachithi' (1943), 'Tin Purush' (1944) he explores darkness in the diversity and individuality of artistic creation. One has given another dimension. He has tried to channelize the darkness in favor of the vivacious 'Whale Destroyer'. In Samar Sen's first book of poetry 'Kayekti Kavita', the concept of darkness is captured in a different way.

Discussion

চারপাশের জটিলতা, পারিপার্শ্বিক দুর্ভোগ, যা কিছু কুৎসিত, নিষ্ঠুর তার বিরুদ্ধে নিজের মতো করে বিদ্রোহ করা, প্রচলিত রীতিনীতিকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া, আবেগের তরলতায় কিংবা শুধুমাত্র যুক্তির নাগপাশে কবিতাকে না বেঁধে উত্তাল

চল্লিশের সময়কে বারবার লেখনীর মাধ্যমে বোঝানো এবং একসময় সমস্ত গ্লানি, বিদ্রোহের পথ পেরিয়ে নবনির্মানের পরিকল্পনাকে যে কবি কাব্যভাষা দান করেছেন তিনি সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)। সমর সেনের কবিতায় গদ্যছন্দের ব্যবহার অভিনব। যেন গদ্যের রূপে বাস্তবকেই কবিতার ছাঁচে ঢেলেছেন তিনি। মার্কসবাদের প্রতি প্রবল আশক্তি তাঁর কবিতায় ছাপ ফেলেছে। ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলাফল, স্নেহ-প্রেম প্রভৃতি মানবিক অনুভূতির আড়ালে স্বার্থপরতা, পাশবিকতার আচরণ তাঁর কবিতায় বারবার প্রকাশ পেয়েছে। দুঃসময়ের কাছে আত্মসমর্পণের পরিবর্তে বিকল্পের সন্ধান করেছেন তিনি। কোনোরকম কোনো ভণিতা ছাড়াই নিপাট সত্যিটা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতার বুননে। তাঁর কবিতা লেখার আয়ু খুবই সীমিত। সমর সেন প্রতিষ্ঠার চূড়ান্তক্ষণেই ছেড়ে দিয়েছিলেন কবিতা লেখা। তাঁর মোট পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ – 'কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭), 'গ্রহণ' (১৯৪০), 'নানাকথা' (১৯৪২), 'খোলা চিঠি' (১৯৪৩) এবং 'তিন পুরুষ' (১৯৪৪)। কবিতাসংকলন সমর সেনের কবিতা (১৯৫৪)-এ পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কবিতার সঙ্গে নতুন চারটি কবিতা যুক্ত করেছেন তিনি। সবমিলিয়ে তাঁর কবিতার সংখ্যা ১১০টি। এই ১১০টি কবিতার মধ্যেই খচিত হয়ে আছে সমর সেনের জীবনদৃষ্টি ও কাব্যভাবনার শিল্পিত স্মারক।

কবি হিসেবে পাঠকে চৈতন্যে সাড়া জাগাতে পেরেছিলেন সমর সেন। রবীন্দ্রবলয় ভেঙে কবিতায় ভিন্নতর ভাব, সুর ও স্বর সৃষ্টির সংগ্রামে তিরিশের কবিদের অস্থিরতার সঙ্গে সমর সেনের কাব্যপ্রয়াসকে এক পঙক্তিতে ফেলতে পারেননি কবি বুদ্ধদেব বসু। আপন অনুভবের অনন্যতা এবং প্রকাশের সারল্য ও স্বাতন্ত্র্যেই তিনি যে ভিন্ন জগতের তা প্রথম গ্রন্থেই বুদ্ধদেব বসু লক্ষ করেছেন। উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার অসঙ্কোচ প্রকাশের শৈল্পিক অভিপ্রায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়-

> "আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলি; অর্থাৎ এটা আমরা ধ'রেই নিই যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আধুনিক বাঙালি কবির প্রচেষ্টায় অনিবার্য। কিন্তু এই যুবক-কবি যেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কখনোই পড়েন নি, সেটা আমার আশ্চর্য লাগে।"[১]

আতিশয্য ছাড়াই যে জীবন তিনি যাপন করেছেন, তার ব্যবহৃত সরল শব্দরাজি কবির ব্যতিক্রমী অভিব্যক্তির ধারক হয়ে উঠেছে। পাণ্ডিত্যের ধারবহ উচ্চারণ অপেক্ষা প্রাণের প্রখরতাকেই তিনি প্রধান বিবেচনা করেছেন। প্রকাশ কৌশলের দক্ষতায় বিষয়বস্তু দ্বারা পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন তিনি। যদিও তাঁর কবিতা কেবল অন্তঃপ্রেরণার ফসল নয়, এই প্রেরণার প্রেক্ষাপটও তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছে। অন্তঃপ্রেরণা শুধু অন্তরের জিনিস নয়, তার মূল উৎস বিশাল ও বিক্ষুব্ধ বহির্জগত। সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাসের বিচিত্র উপাদান-উপকরণ প্রভৃতি স্বকালের স্বাক্ষর নানা তাৎপর্যে তাঁর কবিতার নির্মিতিকে সার্থকতা দিয়েছে। যে বিচলিত সমাজবাস্তবতায় কবির বাস, তারই বিচিত্র অভিঘাতে রক্তাক্ত তাঁর কবিতা।

সাম্যবাদী চেতনার রূপায়ণেই সমর সেনের কবিতা শিল্পসংহতি লাভ করেছে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকেই তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন। তিন পুরুষ কাব্যগ্রন্থের '২২শে জুন' কবিতায় "আমি রোমান্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট"[৩] — সমর সেনের এই উচ্চারণে তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশ পেলেও মার্কসীয় রাজনীতিচর্চার আড়ালে মূলত মধ্যবিত্তের সুবিধাজনক অবস্থানকেই বিদ্রূপ করেছেন কবি। রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে রাজপথে সক্রিয় থাকার ক্ষেত্রে নিজের সীমাবদ্ধতাকেও স্বীকার করেছেন তিনি –

> "আমার গণ্ডি সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, সে গণ্ডি কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।"[৪]

রাজনীতিতে সরাসরি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকলেও কাব্যসৃষ্টির ভেতর দিয়ে তাঁর রাজনীতি-সচেতনতার পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

> "বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল সব সময়। প্রথমে কবি ও পরবর্তীকালে সাংবাদিক-সম্পাদক হিসেবে তাঁর লেখায়ও বরাবর পাওয়া যায় রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয়।"[৫]

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 87 - 101
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দোলাচলতার চিত্রই প্রধান হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়। তিনি খুব কাছে থেকে সাম্যবাদী রাজনীতির নানা কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাই এই শ্রেণী বিকৃতি এবং ব্যক্তিস্বার্থসর্বস্বতার মুখোশ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন তিনি।

কবিতার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নিবিড় হলে তাতে রাজনীতির প্রভাবও অনিবার্য ভাবেই পড়ে। আর যে স্থানে মানুষ বেড়ে ওঠেন গড়ে ওঠেন সেই স্থানও (পরিবেশ) তাঁর সৃষ্টির শরীরে নানা চিহ্ন এঁকে দেয়। তাই নাগরিক জীবনের বিশেষ করে কলকাতার বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতিকে ধারণ করেছে তাঁর কবিতা। সমালোচক যথার্থই বলেছেন।

> "...সমর সেন শহরের কবি, কিন্তু যে কোনো শহরের নয়, ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার ফল যে আধুনিক শহর তিনি তার কবি কারণ তিনি বর্তমান সভ্যতার বিষণ্ণ বন্ধ্যাত্বের কবি। এই শহরের ধুলোর কণা যেন ক্ষয়রোগের জীবাণু, সর্বত্র সঞ্চরমান ক্ষয়রোগের স্বাস্থ্যহীন পাণ্ডুরতা, বিকারগ্রস্তের দুঃস্বপ্ন।"[৬]

উপরিউক্ত মন্তব্য খুবই তাৎপর্যবহ। তাঁর কবিতা পাঠে আমরা লক্ষ করব, তিনি পাঠককে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখান না, পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয় চিহ্নিত করে সামষ্টিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ নির্দেশ করেন। ফলে স্বপ্নের চেয়ে দুঃস্বপ্ন, আলোর চেয়ে অন্ধকার, শব্দের চেয়ে নৈঃশব্দ্য, সঙ্গের চেয়ে নৈঃসঙ্গই অধিক উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। নানা বর্ণের বিচ্ছুরণ সত্ত্বেও অন্ধকারেই কবির আহত আত্মার আহাজারি সবচেয়ে মর্মঘাতী বাস্তবতার প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছে। সমর সেনের কবিতায় উপর্যুপরি 'অন্ধকার' শব্দ ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান সেই সঙ্গে কবির চিত্রিত অন্ধকার কত বিচিত্র অর্থে ও প্রতীকী তাৎপর্যে প্রযুক্ত হয়েছে এবং এ অন্ধকার কীভাবে তাঁর কবিমানস ও শিল্পদৃষ্টির মৌল প্রবণতা চিহ্নিতকরণে সহায়তা করেছে, তাও বিবেচনার চেষ্টা এই প্রবন্ধের অভিপ্রায়।

কবিতা শব্দ-আশ্রিত শিল্পমাধ্যম। শব্দ কবির মননচৈতন্যের অনুভব-উপলব্ধিকে ধারণ করে পাঠকের ভাবনা-বিশ্বাস-বোধের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সড়ক নির্মাণ করে। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ নিরীহ ও নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরে এসে কবির ইচ্ছের অনুকূলে অর্থ ধারণ করে।

> "একজন কবি শব্দের প্রচলিত ব্যবহারজনিত জরা-জীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে তার গায়ে ভিন্নতর অর্থময়তা দান করেন তখন শব্দকে গতিশীল করতে একজন কবির অনলস প্রয়াস প্রসববেদনার মতোই মহৎ যন্ত্রণার উৎসজাত।"[৭]

বিশেষ কোনো বিষয় বা প্রকরণ প্রকৌশলে যেমন এক একজন কবির অধিক আগ্রহ লক্ষ করা যায়, তেমনি কিছু শব্দও ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়ে কবির মানসপ্রবণতার প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।

বাংলা কবিতায় অন্ধকার-প্রসঙ্গ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমর সেন-পূর্ববর্তী দুজন কবিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অন্ধকার-অনুষঙ্গ নানাভাবে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় অন্ধকারের পৃথিবী কখনো কখনো অনুপম সৌন্দর্যের বার্তা বয়ে এনেছে। প্রকৃতির বিচিত্র বিষয়কে অন্ধকারের সুতোয় গেঁথে বিশ্বমাতার আত্মার স্পন্দন অনুভব করার অনাবিল আনন্দ হিসেবেও কবি অন্ধকারের শরণ নিয়েছেন। তবে রবীন্দ্র-কবিতায় অন্ধকার সত্য-সুন্দর-কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবেই সর্বাধিক ব্যবহৃত। কবির কাঙ্ক্ষিত কল্যাণের তটদেশে অন্ধকার কখনো কখনো রহস্যের জটাজাল বিস্তার করেছে, কখনো-বা দুর্গমের দুরভিসন্ধি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

> "অন্ধকার গিরিতটতলে/ দেওদার-তরু সারে সারে;/ মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে, বলিতে পারে না স্পষ্ট করি-/ অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।"[৮]

কিংবা

> "তুমি কি সেই/আঁধারের কোন ঘাট হতে/এসেছ আলোতে।"[৯]

এখানে অন্ধকারকে রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে গ্রহণ করেছেন তা সমর সেনের শিল্পচৈতন্যের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। জীবনানন্দের সৃষ্টিতে অন্ধকারের অনুষঙ্গ ধরা দিয়েছে তাঁর মগ্নচৈতন্যের অন্যতম দোসর হিসেবে। এ অন্ধকারে পথ হারানোর প্রলোভন এড়ানো কঠিন। জনবিচ্ছিন্ন ও মনোজাগতিক জটিলতায় আচ্ছন্ন কবি প্রগাঢ় অন্ধকারের গহ্বর থেকে জেগে ওঠে জলের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 87 - 101
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শব্দ শুনেছেন। জীবনানন্দের এই জেগে উঠাকে অন্ধকার থেকে মুক্তির আনন্দ হিসেবে পাঠ করার সুযোগ নেই। কারণ তিনি অন্ধকারের সারাৎসারে অন্তহীন মৃত্যুর মতো, তাই ভোরের আলোয় ভীত সন্ত্রস্ত তিনি। এ ভয় একজন নিঃসঙ্গ মানুষের বাস্তব পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার ভয়। তাই তিনি সূর্যকে অন্ধকারের আরামে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন, আর নিজে 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে'[১০] থাকতে চান। এ অন্ধকারেই জীবনানন্দের নৈঃসঙ্গ্য ব্যক্তিত্বচিহ্নিত শিল্পসংহতি লাভ করেছে। কিন্তু তিনি আলোর সান্নিধ্যে এসে উষ্ণতা প্রত্যাশা করেছেন। যখন তিনি জনতার সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছেন-

> "তিমির হননে তবু অগ্রসর হ'য়ে/ আমরা কি তিমিরবিলাসী? আমরা তো তিমিরবিনাশী/ হ'তে চাই।/ আমরা তো তিমিরবিনাশী।"[১১]

এই 'তিমির বিনাশী' ভাবনার অনুকূলেই সমর সেনের ধাবন তবু শিল্পাদর্শের ভিন্নতা এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষার কারণে সমর সেনের কবিতায় অন্ধকার ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে।

সমর সেনের কবিতায় অন্ধকার ব্যবহৃত হয়েছে বিচিত্র রূপকল্পে এবং অন্ধকারের পৌনঃপুনিক উচ্চারণে অভীষ্ট ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্য। কখনো প্রতিবন্ধক হিসেবে, কখনো পুঁজিবাদপুষ্ট স্বার্থান্বেষী মহলের চরিত্র-নির্দেশে অন্ধকার-অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন কবি। বাইরের পৃথিবীর স্বপ্নহীনতার প্রাচীর ঠেলে নিজের ভেতরের শুভবোধের বিকাশ ব্যাহত হলেও তিনি শরণ নিয়েছেন অন্ধকারের। ১৯৩৪-১৯৩৭ কালপর্বে রচিত কবিতাবলি নিয়ে প্রকাশিত তাঁর প্রথমকাব্য গ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা' - এর কবিতায় কবির আশঙ্কা ও আক্ষেপ প্রগাঢ় অন্ধকারে রাত্রির ভয়াবহতা চিত্রিত হয়েছে কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে—

> "স্তব্ধরাত্রে কেন তুমি বাইরে যাও
> আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার,
> বিশাল অন্ধকারে শুধু একটি তারা কাঁপে,
> হাওয়ায় কাঁপে শুধু একটি তারা।"
> বা
> "দিনের পর দিন কেন রাত আসে
> আর তারারা কাঁপে আপন মনে, কেন অন্ধকারে
> মাটির পৃথিবীতে আসে সবুজ প্রাণ।"

['নিঃশব্দতার ছন্দ'/কয়েকটি কবিতা, পৃ. ১১]

লক্ষ করার বিষয়, স্তব্ধ রাতে অন্ধকারের পুনরাবৃত্তি অশুভ ও অশুচি সময়ের ভয়াবহতাকে আরো তীব্রতর করেছে। চাঁদের উপস্থিতি রাত্রিকে যে রোমান্টিক আবহ দান করে তাঁর কোনো চিহ্ন নেই কবিতাটিতে। পাষাণ-হৃদয়ের নৈঃশব্দ্যে কেবল তারার কম্পনই টের পান তিনি। তবু মাটি ভেদ করে আকাশে ডানা মেলার স্বপ্নে সবুজ বৃক্ষের মতো আশা জাগিয়ে রাখেন কবি। বিরূপ কালখণ্ডে রাতের নগর কলকাতা সুন্দরকে কীভাবে নাজেহাল করে তারই ছবি এঁকেছেন তিনি।

সমর সেনের প্রথম পর্যায়ের কিছু কবিতায় 'নাগরিক যন্ত্রণা, বণিক সভ্যতার অন্ত সারশূন্যতা, নির্বোধ মধ্যবিত্ততা, হতাশা, ক্লান্তি, অন্ধকার ইত্যাদির প্রকাশ ঘটেছে রোমান্টিক আবহে।'[১২] কিন্তু এই রোমান্টিক রূপকল্পের আড়ালে তিনি প্রকৃত অর্থে স্বপ্নভারাতুর এবং বাস্তবতাবিবর্জিত বিলাসী জীবনাজ্ক্ষার পরিণতিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অন্ধকারে ব্যর্থ প্রেমিকের আত্মরতি নিরাবরণ ও হিংস্র হয়ে ওঠে। রক্তের ভেতরে যে ভাঙন চলে অন্ধকার তাকেই অনুভবের সীমানা ভেঙে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলে।

> "এই অন্ধকার মানুষের জীবনে অনির্দেশ্য অমোঘতার নিঃসীম প্রবাহই সৃষ্টি করছে না, হয়ে উঠছে সমস্ত সুকুমার জীবনসাধিত্রের নারকীয় হন্তারক।"[১৩]

যেমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত -

ক. "রক্তে যেন চঞ্চল বলাকা আসে,

মাঝে মাঝে গভীর অন্ধকারে
যেন রক্তকরবী কাঁপে: আজ সমস্তক্ষণ
অন্ধকার ভরে আসে অশান্ত সূর্যাস্ত।"
['তিনটি কবিতা'/কয়েকটি কবিতা, পৃ. ১৪]

খ. "যে পথে নিঃশব্দ অন্ধকার উঠেছে ঘন হয়ে
ক্লান্ত স্তব্ধতার মতো,
সে পথে দক্ষিণ হতে হঠাৎ হাহাকার এল।"
['নাগরিকা'/কয়েকটি কবিতা, পৃ. ১৫]

গ. "আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।"
['মুক্তি'/কয়েকটি কবিতা, পৃ. ২৩]

ঘ. "তখন বাসনায় ক্লান্ত দেহ,
কার নিঃসঙ্গ, অদৃশ্য মূর্তি চকিতে আসবে
নিমীলিত চোখের অন্ধকারে,"
['চার অধ্যায়'/কয়েকটি কবিতা, পৃ. ২৫]

কবির অন্তরের আলোড়ন কিংবা রক্তকরবীর কম্পন কোনো সুখানুভব ছড়ায় না, আনন্দের মুহূর্তকে গ্রাস করে নির্দয় অন্ধকার। চলার পথে দখিনা হাওয়ায় ভেসে আসে না কোনো আরামের আবাহন, নিস্তব্ধতার হাত ধরে হাহাকার এসে বসে আরাম কেদারায়। তাই ব্যক্তিগত অন্ধকারেই নিঃসঙ্গ কালযাপন কবির নিয়তি। বাসনাও চোখের অন্ধকারে ঘুমের দুঃস্বপ্নে পৌঁছে দেয় কবিকে। এভাবেই নিজের ভেতরে কেবল অন্ধকারের আনাগোনা টের পান। এ অন্ধকার কোনো কল্পনাপ্রসূত প্রস্থান কিংবা স্বেচ্ছানির্বাসন নয়।

সমর সেন প্রথম কাব্যগ্রন্থেই পথভ্রষ্ট কিংবা পরিণামহীন প্রেমের অসারতাকে সাফল্যের সঙ্গে কবিতায় ধারণ করেছেন। কবির প্রেমিকারা প্রেমের আনন্দ কিংবা সন্তানধারণের সুখেই একটি জীবন পার করে দেয়। ছেলে ভুলানোর ছড়ার কণ্ঠ ছড়িয়ে দেয় অন্ধকার আকাশে। কখনো-বা কবির নায়িকারা দুঃস্বপ্নের মতো ভারী অন্ধকারে অন্যরকম অন্ধকার বয়ে আনে, যে অন্ধকারের কোনো কিনারা নেই। প্রিয়জনের বিয়ের সংবাদে চমকে ওঠা অন্ধকারের রূপকল্পে নির্মাণ করেন কবি। কলুষিত সমাজের রন্ধে রন্ধ্রে বিস্তৃত যে অন্ধকার, কবি সেই অন্ধকারেরই ছবি এঁকেছেন তিনি।

ক. "আর অদৃশ্য অন্ধকার প্রতি মুহূর্তে
আমার রক্তে হানা দেয়;
আমার দিনের জীবনে তোমার সেই দুঃস্বপ্ন
এনেছে পারহীন অন্ধকার।"
বা
"অন্ধকারের মতো ভারী তোমার দুঃস্বপ্ন,
তোমার দুঃস্বপ্ন অন্ধকারের মতো ভারী।"
['দুঃস্বপ্ন'/কয়েকটি কবিতা, পৃ. ২০]

খ. "অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেঙে কে যেন বলল :
'জানো, কাল রাত্রে মিলির বিয়ে হয়ে গেছে?'
অন্ধকারের দীঘিতে সে শব্দ পাথরের মতো।"
['চার অধ্যায়'/কয়েকটি কবিতা, পৃ. ২৫]

গ. "কি হবে, কি হবে তোমার কাছে আসার দুর্লভ সুযোগে

অন্ধকারের ভারে আকাশ যখন নিঃশব্দ?"

['মৃত্যু' কয়েকটি কবিতা, পৃ. ৩১]

বেঁচে থাকার প্রয়োজনে কিংবা বিত্তবান লম্পটদের দেহলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য যারা নিশাচর হয়েছে, তারা এক অন্ধকার থেকে বের হয়ে গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। তার প্রসাধনের আড়ালে যে ক্ষত ঢাকা পড়ে তা যেন কলকাতার অন্তর্গত অসুস্থতারই প্রতীকী প্রকাশ। বারবণিতাদের কথা সমর সেনের কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে বারবার।

> "যাদের জীবনে সত্যিকারের কোনো প্রেম নেই, অথচ বেঁচে থাকার ক্লান্তি ঢেকে বর্ণোজ্জ্বল হয়ে থাকতে যারা বাধ্য হয়, বাঁচবার অন্য উপায় নেই বলে-এই নগরজীবনের সঠিক ইমেজ হিসেবে তাদেরই মনে পড়েছিল কবির।"[১৪]

এই গণিকা সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের মুখোশ উন্মোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে—

> "প্রান্তরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে
> একটি ক্লান্ত শ্বেতাঙ্গিনী আলোয় থমকে দাঁড়াল।
> তারপরে শীর্ণ হাতে
> অলস, অলসভাবে ঠোঁটে মাখল রঙ,
> আর পাউডার মুখে;
> উপরে আকাশে যতদূর চোখ যায়
> শুধু নীল অন্ধকার।"

['মৃত্যু' কয়েকটি কবিতা, পৃ. ৩২]

নিজের সবকিছু হারিয়ে শরীর সম্বল করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা গণিকার ছদ্মাবরণে সমর সেন প্রকৃত নগরজীবনের অন্তঃসারশূন্যতাকেই চিত্রিত করেছেন। কলকাতা শহর কবির অনুভবে গণিকার প্রাণহীন প্রসাধনের মতোই নির্জীব এবং নিস্তরঙ্গ। তাই পিচ ঢালা পথের অন্ধকারে স্বপ্নহীনতাকে জুড়ে দেন তিনি, আর তারই পাশে দণ্ডায়মান গণিকার অসঙ্কোচ প্রণয় নিবেদন।

সমর সেন রবীন্দ্র সন্ধ্যার রজনীগন্ধা, কনকচাঁপা সেঁউতিফুলের সুগন্ধের গায়ে লেপ্টে দিয়েছেন শুয়োরের চামড়ার মতো অন্ধকার। কেরোসিনের তীব্র গন্ধ ও ধুলোর ঝড়। রবীন্দ্রনাথের কলকাতা আর সমর সেনের কলকাতা এভাবেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন পরস্পরকে বিদ্রূপ করছে—

> "...শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শুয়োরের চামড়ার মতো,/ গলিতে গলিতে কেরোসিনের তীব্র গন্ধ,/ হাওয়ায় ওড়ে শুধু শেষহীন ধুলোর ঝড়;/ ওখানে সন্ধ্যা নামল শীতের শকুনের মতো।" ['মৃত্যু'/কয়েকটি কবিতা, পৃ. ৩৩]

সমর সেন কলকাতার পথে চলতে চলতে নানা বিকৃতি ও বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেছেন। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

> "বস্তুত সমকালীন নগরজীবনের বিপর্যস্ত মূল্যবোধ, চরম শৈথিল্য, অসুস্থ মনোবিকার, যান্ত্রিক জীবন-সম্ভোগের অপরিসীম ক্লান্তি, জীবনবোধের ক্ষেত্রে আদর্শিক স্খলন, অনিশ্চয়তাজনিত অস্থিরতা, সমস্যাসংকুলতার মুখে ক্রমবর্ধমান জীবন-বিতৃষ্ণ মনোভাব ইত্যাদি লক্ষণ সমকালীন কলকাতায় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অবক্ষয়গ্রস্ত সামাজিক পরিবেশের ছবিই অনুপুঙ্খভাবে ফুটে উঠেছিল সমর সেনের কবিতায়।"[১৫]

> ক. "অবাক হয়ে দেখি,
> দেখি আর শুনি
> স্নিগ্ধ হাওয়ায় কিসের হাহাকার:
> অন্ধকার ধূসর, সাপের মতো মসৃণ।"

['একটি রাত্রের সুর'/কয়েকটি কবিতা, পৃ. ১২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 87 - 101
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

খ. "মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি
আর দিন সমস্ত দিন ভরে শুনি রোলারের শব্দ,
দূরে বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক,
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ;
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন।"

['নাগরিক'/কয়েকটি কবিতা, পৃ. ৩৭]

সেই অন্ধকারকে বিষাক্ত সাপের ছদ্মবেশে সামনে নিয়ে এসেছে। সংখ্যক উদ্ধৃতির অন্ধকার উপহার দিয়েছে 'আলকাতরার মতো রাত্রি'। শহরের যান্ত্রিক জীবনে কৃষ্ণচূড়ার লাল রংকে ম্লান করে দেয় 'গলানো পিচের গন্ধ'। নাগরিক জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারার যন্ত্রণাও এখানে অন্ধকারের রূপকল্পে প্রকাশিত।নাগরিক জীবনের ক্লান্তি সমর সেনের কবিতায় অন্ধকারের হাত ধরে দৃশ্যমান দুঃস্বপ্নের সঙ্গে নৈশভ্রমণে বেরিয়েছে।

সমর সেনের অন্তর্গত অস্থিরতাও কোনো কোনো কবিতায় অন্ধকারের রূপকল্পে প্রকাশ পেয়েছে। অকারণ বিষণ্ণতার প্রকাশও তাঁর কিছু কবিতায় প্রকট। সবার সঙ্গে থেকেও একা হয়ে যাওয়ার কষ্টে জর্জরিত হয়েছেন কবি। ভেতরের ভাঙন যত প্রবল হয়েছে বাইরের ঝড় ততই তীব্রতর হয়েছে। নিজেকে নেড়েচেড়ে দেখার প্রয়োজনেই অন্ধকারে সাঁতার দিয়েছেন তিনি। কখনো সমুদ্রের গভীরতার সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন চারপাশের অতল অন্ধকারকে। অসুস্থ চিন্তার স্পর্শে হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে চাঁদ, আর চলার পথে বিপদকে বাড়িয়ে দিয়েছে উদ্ধত অন্ধকার। কখনো কুসুমের বন্ধনকে কারগার ভেবে তা থেকে মুক্তি চেয়েছেন, প্রিয়জনের সান্নিধ্যে রাত্রিযাপনের স্মৃতি দিনের আলোয় দুঃস্বপ্নের মতো ভারী হয়ে উঠেছে। কবির ব্যক্তিগত অন্ধকারের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ করা যায়- 'ঝড়'/ 'ইতিহাস'/ 'প্রেম'/ 'মদনভস্মের প্রার্থনা' (কয়েকটি কবিতা) ইত্যাদি কবিতায়।

প্রকৃতির দিগন্তে অন্ধকারকে নানাভাবে স্থাপন করে সমর সেন মানবমনের বিচিত্র অনুভব ও উপলব্ধিকে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি যেদিকে তাকিয়েছেন সেই দিকের সব আলো যেন ধপ করে নিবে গেছে। নিশাচর পাখির মতো অন্ধকারে গান গাওয়ার এ প্রবণতাকে আমাদের সমাজ-প্রতিবেশের বৈরী বাস্তবতার স্মারক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তিনি অন্ধকার ভিত্তি অবলম্বন করে আলোর দিকে হাত বাড়ানোর চেষ্টা করেননি, নিজের অবস্থান-সচেতনতা অন্ধকারের রূপকল্পে কবিতায় ধারণ করেছেন। অস্তিত্বহীনতার সংকটে সাড়া না দিয়ে কাব্যিক প্রসাধনে পাঠককে পুলকিত করার মধ্যবিত্তীয় বিলাসকে তিনি অবলীলায় অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলেছেন। তাই চৈতন্যের জড়তা ও জটিলতায় জারিত হয়ে অন্ধকার দুরন্ত পাখির দেহ ধারণ করে, তার ডানার শব্দে ধাবমান দুঃস্বপ্নেরা দিনযাপনের দুঃখগুলোকে তীব্রতর করে তোলে। সমর সেনের কবিতায় অন্ধকারের অবাধ গতায়াতকে একজন সমালোচক কবির ব্যক্তিচিহ্নিত শিল্পদৃষ্টির স্মারক হিসেবে বিবেচনা করেছেন—

> "প্রকৃতপক্ষে কবির লক্ষ্য, অন্ধকারকে চিন্তাকেন্দ্রে স্থিরতর রেখে আলোর সঙ্গে প্রথাগত দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত না করা। ...এই মধ্যবিত্ত ব্যক্তিটি গভীরভাবে অস্তিত্বসন্ধানী, আত্মসচেতন, পরিবেশ-সজ্ঞানতায় প্রখরচিত্ত, সংকট নিরসনে চিন্তিত এবং ইতিহাসবীক্ষায় প্রত্যয়ী, কিন্তু আবার নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতীক্ষার কাল গণনাই তার স্বভাব। অস্তিত্বকে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে নিরীক্ষণ করে যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়েই... তিনি 'পারহীন অন্ধকার স্রোত'কে স্থানে-কালে-চৈতন্যে প্রসার্য-রূপেই অবলোকন করেন; তাঁর 'স্মৃতির দিগন্তে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়-সর্বত্র এক অন্ধকার চারিদিককে ঘেরে দীর্ঘ ছন্দে'।"[১৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 87 - 101
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বকাল-সচেতন কবির আত্ম-অভিজ্ঞানেই পাঠকচৈতন্য নতুন বোধে উত্তীর্ণ হতে পারে। চারপাশের পরিবেশ-প্রকৃতি সমর সেনের সৃজনভাবনার অনুকূল আবহে উপস্থিত হয়েছে বলেই সেখানে অন্ধকার আত্মার আনাগোনায় আমরা বিচলিত হই, অসম্ভব কল্পনার কারুকাজ-খচিত স্বর্গের প্রলোভন সেখানে অনুপস্থিত—

ক. "মন্থর কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর;
স্মৃতির দিগন্তে নেমে এল গভীর অন্ধকার"
['স্মৃতি'/ কয়েকটি কবিতা, পৃ. ২২]

খ. "সমুদ্র শেষ হল,
আজ দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে
উড়ন্ত পাখির মতো।"
['স্বর্গ হতে বিদায়'/কয়েকটি কবিতা, পৃ. ৩৫]

কাব্যযাত্রার শুরুতেই সমর সেন, বাইরের চোখ ঝলসানো আলো থেকে অন্ধকার নিভৃড়ে নিয়ে তিনি মুখ্যত নিজের ছবিই আঁকতে চেয়েছেন, আর সেই ছবির মধ্যে ধরা পড়েছে নাগরিক মধ্যবিত্তের বিলাস-বিকৃতির বাস্তব চিত্র।

> "শব্দে, স্পর্শে, গন্ধে, ঘ্রাণে সমর সেনের শহর বিচিত্র। এ কোনো পোড়োজমির monochrome নয় বরং পৌরাণিক নরকের বহুরূপী বর্ণনা।"[১৭]

প্রায় সকল যুগেই এমন কবির উদ্ভব হয়েছে, যিনি জীবনের সমগ্র ও চিরন্তন মূল্যকে দেখেছেন; স্থানীয় ও সাময়িক ঘটনায় আবদ্ধ হয়ে থাকেননি। তাহলেও এ কথা সত্য যে কবিও তাঁর যুগেরই সৃষ্টি;

> "...সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, এবং কবির ব্যক্তিগত জীবন, অচেতনভাবেই তাঁর কাব্যের রক্ত-মাংসকে গড়ে তোলে। যে যুগে বিশ্বাস করা সহজ নয়, কবির পক্ষে সেটা দুঃসময়। বর্তমান সময়ের সংশয়াচ্ছন্ন অন্ধকার যে তরুণ চিত্তকে আবিষ্ট করেছে, সমর সেন তারই প্রতিনিধি।"[১৮]

১৯৩৭-১৯৪০ কালপর্বে রচিত কবিতাগুলি নিয়ে প্রকাশিত 'গ্রহণ' (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থেও কলকাতা শহরের অলিগলিতে ক্লান্ত উরুতে কামনার ইঙ্গিতবাহী গণিকার প্রসাধন কবিকে বিচলিত করে। পৃথিবীতে মানবজন্মের প্রথম মুহূর্তটি অভিশপ্ত মনে হয় তাঁর। তবে স্মৃতির দিগন্তে কোনো এক নগরের ছায়াপাত লক্ষ করি। বেকার যুবকের দুঃসহ দিনযাপনের চিত্রেও কলুষিত কলকাতার ছবি ভেসে ওঠে। প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত মানুষের বিকৃত যৌনাকালচার তীব্রতম প্রাকাল লক্ষ করি কবিতায়। 'কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম/ নারীধর্ষণের ইতিহাস/ পেস্তোচেরা চোখ মেলে প্রতিদিন পড়া/ দৈনিক পত্রিকায়'। (গ্রহণ, পৃ. ৪৪) সমর সেনের কবিতায় অসুস্থ দিনযাপনের নানা আয়োজনে নাগরিক মদ্যবিত্তের অন্তঃসারশূন্যতা চিত্রিত হয়েছে। যে নদীকে সচল জীবনের স্মারক হিসেবে উপস্থিত করেছেন কবি। যুবকচিত্তে পরনারী যে দেহ-বাসনা জাগ্রত করে, তার মধ্যেও অচরিতার্থ যৌনপ্রবৃত্তির অন্ধকার ঘনীভূত হয়, যা নাগরিক নষ্টামিরই সফল শব্দভাষ্য। নিচের দৃষ্টান্তগুলোতে নারী, নগর, নদী ও মাঠের অন্ধকার চিত্রণে কবির শিল্পসংহতি চোখে পড়ার মতো।

ক. "নরম মাংসস্তূপে গভীর চিহ্ন এঁকে
নববর্ষের নাগর চলে গেল রিক্তপথে,
বন্ধ্যা নারীর অন্ধকারে পৃথিবীকে রেখে।"
['কয়েকটি দিন'/গ্রহণ, পৃ. ৪৮]

খ. "আজ দুঃস্বপ্নে দেখি,
বৃদ্ধ শিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধের দল
স্খলিত দাঁতের ফাঁকে কাঁদে আর হাসে
ট্রামে আর বাসে;"
[ঐ/গ্রহণ, পৃ. ৪৯]

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 87 - 101
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গ. "রসিদ সামাদের কথা অমৃত সমান,
পরস্ত্রীকাতর চোখে অস্পষ্ট দেখে
মাঠের অন্ধকারে প্রেমিক ফিরিঙ্গিদের ভিড়,
আর ব্যর্থতায় বিরস দিনগুলি কাটে।"

['অখ্যাত গায়ক'/গ্রহণ, পৃ. ৪৭]

তবুও থেমে নেই জীবনের চলা। পৃথিবীর মতো বয়সী কবিতাও সময়ের নানা চিহ্ন ধারণ করে অন্তহীন পথে অগ্রসর হয়। জোয়ার-ভাটার বার্তা বহন করে যে মানবজীবন, সেই জীবন কখনো 'গলিত অন্ধকারে মরা মাঠে ধু ধু করে, চরাচরে মরা দিনের ছায়া পড়ে। (এক মাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি/গ্রহণ, পৃ ৫৭), কখনো-বা 'রক্তহীন মুখ অন্ধকারে ঢেকে' (পলাতক/ গ্রহণ, পৃ. ৬১) দিন এসে রাত্রির কাছে অপচয়িত জীবনের হিসেব মেলে ধরে (গ্রহণ-এর অন্ধকারে কলকাতার সেই বিকৃত কালখণ্ডই চিত্রিত, যেখানে বক্রদেহে নায়ক, নষ্টনীড় মানুষের দল, বিষণ্ণ স্বপ্ন, রাস্তায় মরা গরু, বৃদ্ধ শহরের পীত বসন্ত, ক্ষয়রোগীর কাশি, পাগলের হাসি, কঙ্কাল মৃত্যুর বন্যা, কাকের কর্কশ কণ্ঠে ধ্বংসের গান, পেস্তাচেরা চোখে প্রতিদিন পত্রিকায় নারী ধর্ষণের খবর পড়া, ক্ষয়রোগীর কামার্ত প্রার্থনা নগরের এসব বীভৎস সর্বনাশের ইতিহাস ঘরে বসে শোনে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা। তবে কবি অন্ধকার-অনুষঙ্গে আলোর অভাবকেই তীব্রতর করে তোলেন। কারণ বণিক সভ্যতার ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিনেও কবি উজ্জীবনমন্ত্রে আস্থা রাখেন—

"তবু জানি, কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,
তবু জানি,
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে।"

['ঘরে বাইরে'/ গ্রহণ, পৃ. ৪৪]

সমর সেন মনে করেন, এ অর্জনের জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে পৃথিবীকে। নারীধর্ষণের দীর্ঘ ইতিহাস অতিক্রম করতে হবে, অন্ধকূপের ইঁদুরের মতো অজ্ঞাতবাসের যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে, পিঠে সইতে হবে বণিকসভ্যতার প্রবল প্রহার। এ দুরূহ যাত্রার জটিলতাসমূহ মাথা পেতে নিয়েই 'বিপ্লবের ধাত্রী' পৃথিবীকে উপহার দেবে সুন্দর সকাল।

সমর সেনের ১৯৪০-১৯৪২ সময় পর্বে রচিত কবিতা নিয়ে প্রকাশিত নানাকথা কাব্যগ্রন্থে অন্ধকার-অনুষঙ্গ আরো গভীরতর জীবনাভিজ্ঞতার স্মারক হিসেবে প্রতিভাত। মধ্যবিত্তের অবক্ষয়িত সমাজচিত্রের সঙ্গে বৈশ্বিক অস্থিরতার ছবি ধারণ করার প্রয়াস এ কাব্যগ্রন্থে আরো স্পষ্ট। ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের অবয়বে এখানে ধরা পড়েছে সামষ্টির অসঙ্গতির নানা চিহ্ন।

> "এখানে মার্কসবাদী ভাবাদর্শ-অনুসারী কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে সমকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ও গতিধারায়।"[১৯]

কেবল কলকাতার অন্ধকারই কবিকে বিচলিত করেনি, তিনি ভারতের ভয়াবহ বর্তমান এবং আসন্ন দুর্যোগের ছবি অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন— 'আকাশে মেঘের মৃদঙ,/ ভারতের ভাগ্যাকাশে/ অন্ধকার স্তরে স্তরে জানি না কী ঝড় ঘনায়'। (পরিস্থিতি/ নানাকথা, পৃ. ৭৫)। সময়ের বৈশ্বিক অস্থিরতা ব্যক্তিক অনুষঙ্গে কবিতায় ধারণ চেষ্টা চোখে পড়ে। বাংলা প্রগতি-কবিতায় কবির স্বদেশের বিরূপ বাস্তবতার সঙ্গে বৈশ্বিক অস্থিরতাও নানাভাবে উপস্থিত হয়েছে। সমর সেনের নানাকথা কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় বিশ্ব-পরিস্থিতির উত্তাপ টের পাওয়া যায়। সমসাময়িক দেশীয় ও বৈশ্বিক রাজনীতি সম্পর্কে সমর সেনের সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে -

> "যুদ্ধ, যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং তৎসঞ্জাত মৃত্যু ও মন্বন্তর, ধসে পড়া মূল্যবোধ, নীতির নামে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের দুর্নীতি, রাজনৈতিক কূটচাল প্রভৃতি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় একটি বৃহৎ স্থান অধিকার করেছে।"[২০]

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 87 - 101
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মনুষ্যত্বের মৃত্যু তাঁর কবিতায় অন্ধকারের উপস্থিতিকে অনিবার্য করে তুলেছে। ১৯৪০ সালে রুশ নেতা ট্রটস্কিকে হত্যা করা হয়। লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়ার একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং জনসরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানির নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং জাপান একত্রে ভারত ও চীন আক্রমণের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অন্ধকারের রূপকল্পে চিত্রিত করেছেন কবি। ১৯৪১ সালে জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হয় এবং জার্মান-আগ্রাসন রোধকল্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গ্রেট ব্রিটেন যৌথ-সংগ্রামের চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৪২ সালে সংঘটিত স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধ, ফ্রান্সের মুক্তিযুদ্ধে কবি পল এলুয়ারের অংশগ্রহণের ঘটনা কবিতায় ধারণ করেন সমর সেন। কবিতায় নতুন মাত্রা যুক্ত করে। ফলে অন্ধকার-অনুষঙ্গেও আসে ভিন্নমাত্রা। ব্যক্তিক পরিধি অতিক্রম করে তাতে যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক আবহ। উত্তমপুরুষের বাচনভঙ্গিতে বিশ্বের বঞ্চিত জনতার মর্মভেদী বেদনাকেই তুলে নিয়েছেন কলমে।

'নানাকথা' কাব্যগ্রন্থের 'শবযাত্রা' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা যেখানে সমর সেনের দিনযাপনের গ্লানি অন্ধকার অনুষঙ্গে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। জীবনের অসঙ্গতি কখনো ভাঙা পথের রূপকল্পে, কখনো বা মসজিদ-মন্দিরের বিধ্বস্ত অবস্থায় বিধৃত করেছেন কবি। ধর্মীয় অনুষঙ্গে স্রষ্টার কাছে প্রণত হওয়ার পরিবর্তে সৃষ্টির মানবেতর জীবনের ছবিই প্রকট হয়ে উঠেছে। এ দুর্দিনে মানুষের বধিরতায় কবি বিরক্ত। প্রকৃতির নিরস প্রান্তরের ফণিমনসা দিনবদলের প্রতিবন্ধকতারই প্রতীকী প্রকাশ। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যায় -

ক. "ভাঙা পাথর, মাইলে পর মাইল;
জরাগ্রস্ত মসজিদ, মন্দির, মোগলাই দুর্গ,
দিনে প্রাচীন বিষণ্ণ গর্বে কঠিন,
অন্ধকারে অবাস্তব, ..."

['শবযাত্রা'/নানাকথা, পৃ. ৮১]

খ. "দিনশেষে আজান;
পড়ন্ত রোদ, পরে আদিম অন্ধকার,
তারপর আবার সূর্য, প্রাচীন অথচ দীপ্ত,
স্থবির, যুবক যযাতি যেন;
আলো, রোদ, অন্ধকার
দিনের পর দিন।"

['শবযাত্রা'/নানাকথা, পৃ. ৮২]

গ. "আসন্নপ্রসবা অন্ধকারে
ক্ষুরধার নখে মাটিতে অঙ্ক ক'ষে
কারা টাকা গোণে, আর কালো তাশ ভাঁজে।"

['শবযাত্রা'/নানাকথা, পৃ. ৮৬]

উদ্ধৃতিসমূহে অন্ধকার অনুষঙ্গে বিক্ষুব্ধ চিত্তের নানা দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। স্বপ্নহীন, গন্তব্যহীন স্বার্থমগন মানুষের গতায়াতকে কবি শবযাত্রার রূপকল্পে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। দিনের আলোতেও যেখানে মানুষের প্রবৃত্তির অবাধ মহড়া চলে, সেখানে রাত্রি 'আদিম অন্ধকার' হয়ে আসে। সেই অন্ধকারে নাগরিক লাম্পট্যের শরীরী-উদ্ভাসন ধনতন্ত্রের বীভৎসতাকে প্রকট করে তোলে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থান দেখে চোখ বন্ধ করে থাকা, কিংবা কেবল বাক্যবাণে ফ্যাসিস্ট শক্তির ঔদ্ধত্যকে পরাস্ত করার মনোবৃত্তিকে ব্যঙ্গ করেছেন কবি। অজস্র মানুষের মৃত্যু, গ্রাম ও শহর জনশূন্য হয়ে পড়া 'তবু তামাম দুনিয়ায় চলে প্রতিবিপ্লবের ব্যভিচার/ আমাদের স্বার্থ শুধু নিঃস্বার্থ কারবার' ('বসন্ত', পৃ. ৯২)-এই হল বণিকশ্রেণীর চরিত্র। কোনো কোনো স্বার্থন্বেষী মহল আবার গোপনে সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন করে প্রকাশ্যে বিপ্লবীর ভান করেছে। সুবিধাভোগী শ্রেণীর এই দ্বিমুখী আচরণ তাঁর অনেক কবিতায় অন্ধকারের রূপকল্পে প্রতিভাত। 'পঞ্চম বাহিনী'

কবিতায় কলকাতা শহরের অন্ধকারকে ঔপনিবেশিক শিক্ষার পরিণাম হিসেবে চিত্রিত করেছেন কবি। নব্যশিক্ষিত বাঙালিকে স্বদেশ-স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার মেকলীয় দুরভিসন্ধিকে কবিতায় ধারণ করেছেন কবি—

ক. "সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ অনেক দিনই করেছি বরবাদ
শুধু সঙ্গোপনে রসদ জোগানোয়
মিলে মিলে অন্ধকার বোম্বাই, আমেদাবাদ।"

['বসন্ত'/ নানাকথা, পৃ. ৯২]

তবুও আশা জ্বেলে রাখেন কবি। আদিম প্লাবন থেকে নিজেকে উদ্ধার করার শক্তি জোগাবে যে শুভবোধ, তারই প্রজ্বলন প্রত্যাশায় প্রাণের গভীরে অন্ধকারবিদারী বিস্ফোরণ ঘটায় তাঁর কবিতা। হতাশার কাছে আত্মসমর্পণে যে মনুষ্যত্বের অবমাননা-এ সত্যে উপনীত হওয়ার প্রেরণা তিনি লাভ করেছেন মার্কসবাদী রাজনীতিপ্রসূত বিশ্ববীক্ষা থেকে। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ঢাকার প্রগতি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ নিহত হলে ফ্যাসিবাদ বিরোধী শিল্পী সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ২৩ মার্চ প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই হত্যার প্রতিবাদে যে বিবৃতি দেন, তাতে সমর সেনও স্বাক্ষর করেন। সোমেন চন্দ স্মরণে রচিত 'নববর্ষের প্রস্তাব' কবিতাটি -

ক. "আজ আদিম জোয়ারে যখন ভেসে যাবে সংসার
কোন মাচায় বাসা তখন বাঁধবে আবার?
দিগ্বিজয়ী অন্ধকারে শুভবুদ্ধির আলো,
কে জ্বালবে বল?"

['নববর্ষের প্রস্তাব'/নানাকথা, পৃ. ৯৭]

খ. "ঘরে ফিরি, আলো জ্বেলে কুলুঙ্গীতে রাখি,
এ অন্ধকারে আরো অনেক অন্ধকার জমে।"

['নববর্ষের প্রস্তাব'/নানাকথা, পৃ. ৯৭]

অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে কবি বুঝেছেন, 'অনেক লোক যেখানে/ সেখানে সত্তার নতুন সূর্য ওঠে' ('নববর্ষের গান', পৃ. ৯৮)। তাই মরা গাঙে জোয়ার জাগার অপেক্ষায় থাকেন তিনি। সবাই মিলে পারাপারের আনন্দ উপভোগের প্রয়োজনে আরো অনেক শবদেহ জলাঞ্জলি দিতে হবে, অতিক্রম করতে হবে আরো দীর্ঘ দীর্ঘ অন্ধকার, তবু থমকে দাঁড়ালে চলবে না। অন্ধকারে এই যে তপস্যা, তা অবশ্যই আলোকিত আগামী উপহার দেবে।

সমর সেনের 'খোলা চিঠি' (১৯৪৩) কাব্যগ্রন্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা চিত্রিত হয়েছে। ফ্যাসিস্ট জাপানের ভারত আক্রমণ কবিচৈতন্যে প্রবল আলোড়ন তোলে। দিল্লির বুকে নেমে আসে শ্মশানের স্তব্ধতা, ফসলশূন্য মাঠে কৃষকের আনাগোনা নেই। সাম্রাজ্যবাদের থাবা থেকে কলকাতাও রেহাই পায় না। যেমন -

ক. "শতাব্দীর কালসন্ধ্যায় দিল্লীর শ্মশান-স্তব্ধতায়
বারে বারে মনে পড়ে: চারিদিকে ধূ ধূ মাঠ,
অনেক দিন বন্ধ আবাদ,
ধ্বংস সাম্রাজ্যের ভয়াল সমারোহে জাগে তুগলকাবাদ।"

['পোড়ো মাটি'/ খোলা চিঠি, পৃ. ১০১]

খ. "ছানিপড়া চোখে
অন্ধকারে নীল বিদ্যুৎ চমকায়।।"

['ক্রান্তি'/ খোলা চিঠি, পৃ. ১০৭]

গ. "পথে আজ লোক নেই, জবাবী হামলা হল শুরু!
কারাগার অবারিতদ্বার, গ্রামে গ্রামে বিপর্যয়;"

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 87 - 101
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

['ক্রান্তি'/ খোলা চিঠি, পৃ. ১০৭]

কিন্তু এ অন্ধকারই শেষ কথা নয়, আলোকপিয়াসী কবি বিশ্বাস করেন, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ তাদের জীবিকার হাতিয়ারকে যেদিন যুদ্ধের অস্ত্রে পরিণত করবে, সেদিন মেহনতি মানুষের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। মুক্তির নিশান হিসেবেও কাস্তে ও হাতুড়ির প্রসঙ্গ এসেছে। কখনো আবার যুদ্ধজয়ের হাতিয়ার হিসেবে এতে ঝলসে ওঠে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের আগুন। ফসল কাটার গান গাইতে গাইতে শ্রেণীসচেতন কৃষক যখন হাতের কাস্তের দিকে তাকান, তখন জীবনের অর্জন এবং সঞ্চয়ের কথাও পাঠকের মনে পড়বে। কবি যখন কামারের হাতে শান দেয়া কাস্তের কথা বলেন, তখন যুদ্ধের প্রস্তুতিই চিত্রিত হয়। তাই অন্ধকার থেকে যে যাত্রার শুরু তার শেষ কখনো অন্ধকারে হতে পারে না।

'ক্রান্তি' কবিতায় মধ্যবিত্তের সুরতহাল উপস্থাপন করেছেন কবি -

> "চালচুলো বজায়ের চেষ্টা'য় ব্যতিব্যস্ত থাকে। তবুও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?"[২১]

- এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হয় ভীরু মধ্যবিত্তকেও। তাই তাকে বলতে হয়— "আধো-ঘুমে, আধো-স্বপ্নে আমার রাত্রি কাটে,/ অধিকাংশই উৎকণ্ঠার স্বপ্ন" ('ক্রান্তি', পৃ. ১০৮)। 'নারকীয় অন্ধকার' অতিক্রম করে যখন কবির চেতনায় 'নতুন জীবনের ছাপ' পড়ে, তখন সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মতো একটি নতুন পৃথিবী নির্মাণের প্রত্যয়ই প্রতিভাত হয়।

সমর সেনের 'তিন পুরুষ' (১৯৪৪) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত কবিতার মধ্যে কবি মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন এবং আত্মবিশ্লেষণপ্রবণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং এর মর্মন্তুদ পরিণাম দুর্ভিক্ষ, যা তেতাল্লিশের মন্বন্তর হিসেবে পরিচিত, সমর সেনের এ পর্বের কবিতায় তীব্র ছায়া ফেলে।

> "দুর্ভিক্ষ ও সর্বনাশা বিশ্বযুদ্ধে বাংলার সমাজ, গ্রাম, শহর সবকিছু তছনছ হয়ে যায়। অনাহারে হাজার হাজার নারী, শিশু, বৃদ্ধের মৃত্যু ঘটে। দলে দলে ভুখা মানুষ শহরমুখী হয় দুমুঠো খাবারের আশায়, দুয়ারে দুয়ারে ফ্যান-ভাতের জন্য ঘরে ঘরে বুভুক্ষু মানুষ। ডাস্টবিনে কাক, কুকুর আর বুভুক্ষু মানুষ খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করে।"[২২]

ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের এসব চিত্র ধারণ করে 'তিন পুরুষ' - এর অধিকাংশ কবিতা ইতিহাসের নির্মমতার প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছে—

ক. "জমাট অন্ধকারে কর্দমাক্ত স্তব্ধতায়
দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল চলে আপন পথে;"

['শহরে'/ তিন পুরুষ, পৃ. ১১৫]

খ. "মেঘে মেঘ অন্ধকার, ঝড়বৃষ্টি, বিদ্যুৎহঙ্কার,
এ কী আকাশ, ভয়াল ভবিতব্যতায় ঘোর
আকাশের শাক্ত গোধূলিতে
ভয়ঙ্কর মন্দিরে দিগম্বরী কালী,
শবাসনে তান্ত্রিকেরা স্তব্ধ,
দিনের ভাগাড়ে নামে রাত্রের শকুন।"

['নষ্টনীড়'/ তিন পুরুষ, পৃ. ১২১]

বণিকের বেপরোয়া বাণিজ্যবাসনার ফলস্বরূপ মানুষ যখন পশুর সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে থাকার রসদ সংগ্রহে ব্যস্ত, তখন কবির বাক্যবাণ ভগবানকেও রেহাই দেয়নি।

> "কখনো প্রকৃতির আশ্রয়ে, কখনো বিপ্লবের পথে, কখনো লোক পুরাণের অনুষঙ্গে, কখনো-বা সম্মিলিত জনশক্তির উত্তাপে সমর সেন আমাদের পৌঁছে দেন নিঃসঙ্গতামুক্ত আলোকিত এক ভুবনে।"[২৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 87 - 101
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রবীন্দ্রনাথের সত্য-শিব-সুন্দর তথা মঙ্গলময় শিল্পসাধনার বিপরীতে সমর সেন যুদ্ধবিধ্বস্ত কলকাতার কঙ্কালময়-বিরূপ চিত্র অঙ্কন করেন, যেখানে 'কড়া রোদে'র উপমান 'শাদা জানোয়ার' আর বিরাট ব্রিজ হয়ে ওঠে 'মরাদেশে জীবন্ত মানুষের মতো উদ্যত'। রবীন্দ্র-প্রয়াণের অনুষঙ্গেও অন্ধকার অনিবার্য হয়ে ওঠে—

ক. "সন্তর্পণে ব্রিজ পার হয়ে
রক্তবর্ণ গোধূলিতে, ক্লান্ত জিজ্ঞাসার মতো,
যেন চিরকালের কেরানী, পদব্রজে
অন্ধকার গলির গহ্বরে ফিরি।"

['২২শে জুন'/ তিন পুরুষ, পৃ. ১২৪]

খ. "সত্তার গভীর নীলে কল্পনার পায়রা ওড়াই
যেন বাগানের অন্ধকারে নীল ফুলের রোশনাই।"

['২২শে জুন'/ তিন পুরুষ, পৃ. ১২৫]

রবীন্দ্রনাথ, যিনি কবিদের অমৃতের পুত্র হিসেবে জানতেন, তাঁর সামনে মধ্যবিত্তের মুখোশ উন্মোচনের নিহিতার্থ অন্বেষণে আমরা সমর সেন ও রবীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টির বৈপরীত্য আঁচ করতে পারি। "কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি/ দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,/ বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর/ ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুলা যশোদা/ নিশ্চয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।" ('২২শে জুন', পৃ. ১২৫)

সমর সেনের কবিতা সংকলনে ১৯৪৪-১৯৪৬ কালপর্বে রচিত চারটি কবিতা সংযোজিত হয়েছে। এই সময়ের কবিতায়ও লক্ষ করা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুঃসহ দিনগুলোর চিত্র। সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রতা কীভাবে পুরো পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করেছিল তারই নানা চিহ্ন এ পর্বের কবিতায় খচিত। কলকাতা শহরের বিষণ্ণতায় তিনি মরুভূমির ক্লান্তি অনুভব করেছেন, আর উদ্‌ভ্রান্ত উটের মতো ছুটে চলেছেন তাঁর প্রিয় শহরের অলিগলিতে। 'সাধারণ মধ্যবিত্ত, কূপের মণ্ডুক, ছা-পোষা মানুষ' হিসেবে ঘরে ফিরে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টায় বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে আপনজন ভেবে গৌরব বোধ করেছেন – "জীবাণুর আর দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়ে যারা/ বাঙলাদেশে, উড়িস্যায় মালাবারে, উত্তর বিহারে,/ যারা লড়ে ইউগোস্লাভিয়ার বন্ধুর মারাঠি পাহাড়ে/ রাশিয়ার রক্তমাটিতে, বেদনাহলুদ চীনে, ফ্রান্সের ফিনিক্স প্রান্তরে/ আমারি আত্মীয় তারা/ ওরা যেখানে প্রাণ নেয়, সেখানে প্রাণের স্বাক্ষর, ওরা যেখানে প্রাণ দেয়, সেখানে জীবন অমর।" ('লোকের হাটে', পৃ. ১৩৬-১৩৭)। মার্কসীয় ইতিহাস চেতনায় উজ্জীবিত বলেই সমর সেন বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করেছেন। নিচের দৃষ্টান্ত দুটি লক্ষ করা যায় :

ক. "নিপ্পনের রক্তসন্ধ্যা, মেঘে মেঘে ঘোর শব্দ!"

['৯ই আগস্ট ১৯৪৫'/ সমর সেনের কবিতা, পৃ. ১৩৮]

খ. "আবার ফেরাও সহজ শহরে
যেখানে দশটা-পাঁচটার পর
ক্লান্ত লোকেরা নিঃশঙ্ক বাড়ি ফেরে;
সূর্যাস্তের সিঁদুর পশ্চিমে,
ঘরে ঘরে গৃহিণীরা গা ধোয়,
আর গা-ঢাকা অন্ধকারে ঘরছাড়া বাবুরা
চকিতে বেপাড়ায় ঢোকে।"

['জন্মদিনে'/ সমর সেনের কবিতা, পৃ. ১৪১]

সমর সেন প্রগতিশীল সাহিত্যের মৌল প্রবণতাকে কেবল ইতিবাচক অর্থে গ্রহণ করে তার অন্তর্গত শিল্পরূপ নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 87 - 101
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "মার্কসবাদে বিশ্বাসী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বাস করেন, শিল্প-সাহিত্য জীবনঘনিষ্ঠ না হলে তার কোনো মূল্য নেই। ফলে জীবনের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীরা নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও সম্পর্কিত হয়ে পড়েছেন।"[২৪]

সমর সেন কাব্যচর্চার মাধ্যমে এ আন্দোলনের অসঙ্গতিগুলো শনাক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি '৯ই আগস্ট ১৯৪৫' কবিতায় দলীয় রাজনীতির খোলস উন্মোচন করে উচ্চারণ করলেন- "এখানে রাজনীতি শুধু পরনিন্দা, পরচর্চা, বুড়োদের ঝামেলা; ইজ্জতের গোলাম যারা/ একরোখা অন্ধ রাগে আত্মঘাতী যারা/ এ দুর্দিনে তাদেরি আসর, রাজনীতি তাদেরি পেশা।" এই রাজনৈতিক অন্ধকার থেকে মুক্তি চাইলেন কবি, কবিতাকেও মুক্ত করে দিলেন আশার ছলনা থেকে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

> "আত্মনির্বাসিত কবি শেষ পর্যন্ত কবিতার জগৎ থেকেই স্বেচ্ছানির্বাসিত হলেন। সেই নির্বাসনকালে কবির এই আত্মধিক্কার তাঁর কবিমানসের সততা ও সত্যনিষ্ঠারই বলিষ্ঠ নির্দশন।"[২৫]

অন্ধকার-অনুষঙ্গে সমর সেনের কবিস্বভাব ও শিল্পদৃষ্টির স্বরূপতা যেমন শনাক্ত করা সম্ভব, তেমনি অন্ধকারকে বিশেষিত করার প্রবণতাকেও কবির ব্যক্তিত্বচিহ্নিত পর্যবেক্ষণক্ষমতার স্মারক হিসেবে পাঠ করা যায়। প্রাণবন্ত, স্পর্শযোগ্য কিংবা দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রকল্পে অন্ধকারকে ধারণ করার প্রয়োজনে প্রসঙ্গ-অনুযায়ী বিশেষণে অলংকৃত করার প্রয়াস গ্রহণ করেছেন কবি। বর্তমান আলোচনায় উদ্ধৃত সমর সেনের কবিতা থেকে গৃহীত অন্ধকার-আশ্রয়ী দৃষ্টান্তসমূহ থেকেই আমরা কলুষিত সময়-সমাজ-রাজনীতির বিবিধ বিকৃতি-বিচ্যুতি-বিপর্যয়ের দিকেই তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশ দেখেছি। অন্ধকার-অনুষঙ্গে ব্যবহৃত বিশেষণসমূহ অদৃশ্য এবং অস্পৃশ্য বস্তুকেও চৈতন্যে দৃশ্যমান এবং জীবনে অনিবার্য করে তোলে।

কবিজীবনের পুরো সময়টাতেই কবিতার কাছে সৎ থাকার চেষ্টা করেছেন সমর সেন। মিথ্যে আশার মোড়কে নিজেকে আবদ্ধ রেখে স্বদেশী সমাজ-রাষ্ট্র-রাজনীতি কিংবা বিদেশী আগ্রাসন-আধিপত্যজাত অসঙ্গতি অসভ্যতার বিষাক্ত ছোবল এড়িয়ে ব্যক্তিগত বিবরে বিলাসী জীবনযাপনের প্রয়াস নেই তাঁর কবিতায়। অন্ধকারে অনভ্যস্ত, অর্থাৎ একজন আলোকপিয়াসী পাঠক সমর সেনের কাব্যমঞ্চে অন্ধকারের বহুমাত্রিক অভিনয়-দর্শনে একটু বিচলিত কিংবা বিভ্রান্ত হলেও অবাক হয়ে লক্ষ করবেন, তাঁর কবিতায় অন্ধকার-অনুষঙ্গ বর্ণনার আধিক্য সত্ত্বেও, অন্ধকারের বন্দনা বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। সমর সেনকে তাঁর সমকালের দেশজ ও বৈশ্বিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পাঠ করার যে কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টায় তাঁর কবিতায় চিত্রিত অন্ধকারের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তাই অসম্ভব উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত।

Reference:

১. বসু, বুদ্ধদেব, 'সমর সেন : কয়েকটি কবিতা', কালের পুতুল, নিউ এজ তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৯
২. সেন, সমর, 'বাংলা কবিতা', সংকলিত সমর সেন, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৫৯
৩. সেন, সমর, '২২শে জুন', সমর সেনের কবিতা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা ২৩, অষ্টম পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৪০৮, পৃ. ১২৫
(এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত সমর সেনের কবিতাসমূহ সমর সেনের কবিতা কাব্যসংকলন থেকে গৃহীত হয়েছে। উদ্ধৃতি শেষে বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে কবিতার নাম, কাব্যগ্রন্থের নাম এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে।)
৪. সেন, সমর, 'বাবুবৃত্তান্ত', আশা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৩
৫. হক, মাহবুবুল, 'সমর সেন ও তার কবিতা', তিনজন আধুনিক কবি, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৮৭
৬. শিকদার অশ্রুকুমার, 'সমর সেনের কবিতার ইমেজ', আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ অষ্টম মুদ্রণ কলকাতা, ১৪১৫, পৃ. ২১৫
৭. তারেক, রেজা, 'শিল্প-প্রকরণ শব্দ', সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিমানস ও শিল্পরীতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০,

পৃ. ৪৩

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বলাকা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ২৪৮
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বধূ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ৭৬
১০. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা), 'অন্ধকার', বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশ কবিতাসমগ্র, ভারবি, প্রথম র্মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৬৩
১১. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা), 'তিমির হননের গান', সাতটি তারার তিমির, জীবনানন্দ দাশ কবিতাসমগ্র, ভারবি, প্রথম র্মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৩১-২৩২
১২. আহমেদ, মাওলা, 'সমর সেন কবিমানস ও সাম্যবাদী চেতনার রূপায়ণ', চল্লিশের কবিতায় সাম্যবাদী কবিতার রূপায়ণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৩১
১৩. মাহমুদ, অনীক, 'সাম্যের সংগ্রামে দুই পদাতিক সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়', আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,১৯৯৫, পৃ. ১৫৭
১৪. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়', বাসন্তী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৬৭
১৫. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, 'সমর সেনের কবিতায় নৈঃসঙ্গ্য চেতনা', দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১২৪-১২৫
১৬. ইসলাম, সৈয়দ মনজুরুল, 'সমর সেনের কবিতা', কতিপয় প্রবন্ধ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৯৯
১৭. বসু, বুদ্ধদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
১৮. আহমেদ, মাওলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৩৭
১৯. সিদ্দিকী, মাহবুবা, 'সমর সেন', আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজচেতনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ ১৯৫
২০. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, 'উটপাখী', ক্রন্দসী, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা (জগন্নাথ চক্রবর্তী সম্পা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১০১
২১. আহমেদ, মাওলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
২২. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
২৩. তারেক, রেজা, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমকালীন কাব্যরূপের পরিপ্রেক্ষিত', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
২৪. হক, মাহবুবুল, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৫
২৫. বেগম, আকতার কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

Bibliography:

কয়েকটি কবিতা (কবিতা, ১৯৩৭)
গ্রহণ কবিতা, ১৯৪০
নানাকথা (কবিতা, ১৯৪২)
খোলা চিঠি। কবিতা, ১৯৪৩
তিন পুরুষ কবিতা, ১৯৪৪
সমর সেনের কবিতা, কাব্যসংকলন, ১৯৫৪
বাবুবৃত্তান্ত আত্মজীবনী, ১৯৭৮
সংকলিত সমর সেন (অপ্রকাশিত রচনা-সংকলন, ১৯৯০)